ইউনিট ৩

শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ ও প্রশাসকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা
[Training for Educational Planner and Administrator]

ভূমিকা

১৯৮৯ সনে সারা বিশ্বে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১০৫৭.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা এ বছরের জিএনপির ৫.৫%। উন্নত দেশে ঐ সময়ে জিএনপির ৫.৮% এবং উন্নয়নশীল দেশে ৩.৮% শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়েছে। বাংলাদেশে এই সময় ব্যয় হয়েছে জিএনপির মাত্র ২.২%। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি ব্যয় আরো অধিক হওয়া প্রয়োজন। ২০০০ সাল নাগাদ এই ব্যয় জাতীয় আয়ের শতকরা ৪ ভাগ এবং ২০১০ সাল নাগাদ শতকরা ৬.০ ভাগ হওয়া দরকার। ইউনেস্কো জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয়ের সুপারিশ করেছে। ১৯৮০ সনে হয় মাত্র ১০.৬% তবে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বমোট ৩৯৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা মোট বাজেটের (২৫২৫৮ কোটি টাকার) ১৫.৬% এবং দেশের জিএনপির ২.৭%।

বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার মধ্যে ব্যয় বণ্টনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে মোট ব্যয় বরাদ্দের ৪৮.৫% প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, ৩২.২% মাধ্যমিক শিক্ষা, ৩.৮% কলেজ শিক্ষা এবং ৬.৭% বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা এবং ৫% কারিগরি শিক্ষায় বরাদ্দ করা হয়েছে। শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী করবার জন্য কারিগরি শিক্ষায় আরও অধিকতর অনুপাতে ব্যয় বরাদ্দ প্রয়োজন হবে।

শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ পাওয়া যাচ্ছে না। জাতীয় আয়ের ৫% শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করে এবং এই বরাদ্দ থেকে (ক) প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষার জন্য ৬০% (খ) মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য ২০% (গ) বিশেষ শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ৫% এবং (ঘ) কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য ১৫% বরাদ্দ করার জন্য কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল আমাদের দেশে শিক্ষা পরিকল্পনাবিদগণের প্রশিক্ষণের জন্য কোন প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। তবে শিক্ষা প্রশাসকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। আমাদের দেশের শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ ও প্রশাসকবৃন্দের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে নিচের পাঠটির মাধ্যমে জানব।

বর্তমানে মোট শিক্ষা ব্যয়ের ৮০% এর উপর সরকারি তহবিল হতে আসে। বাকী অর্থ জনসাধারণের জনহিতৈষীমূলক অর্থদান এবং ছাত্র বেতন থেকে সংগৃহীত হয়। কিন্তু স্বার্থান্বেসি মহলের অহেতুক হস্তক্ষেপ, সুষ্ঠু পরিকল্পনা নীতি এবং সর্বোপরি অর্থ ব্যয়ে জবাবদিহিতার অভাবে এই খাতে প্রাপ্ত অর্থের যথাযথ সদ্ব্যবহার হইতেছে না।

পাঠ- ৩.১: শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসকের প্রশিক্ষণ

পাঠ ৩.১ শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসকের প্রশিক্ষণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষা পরিকল্পনা কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের নীতিমালা বিবৃত করতে পারবেন;
- শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসকবৃন্দের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিবৃত করতে পারবেন।

শিক্ষা পরিকল্পনার ধারণা

কোন কার্য শুরু করার পূর্বে আমাদেরকে কতকগুলো আগাম কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ধাপ, জনবল, সময়, অর্থ ইত্যাদি সম্পর্কে একটি সামগ্রিক আগাম ধারণা গ্রহণই হল পরিকল্পনা। শিক্ষা সম্বন্ধীয় এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রক্রিয়ার সামগ্রিক রূপরেখাই হল শিক্ষা পরিকল্পনা। এটিকে কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে বলা যায়- কি কাজ করতে হবে, কখন করতে হবে, কে/কারা করবে, কি উপায়ে/পদ্ধতিতে করবে, কত সময় লাগবে, কত টাকার দরকার হবে, এতদবিষয়ক সামগ্রিক কাজের একটি নকশা হল পরিকল্পনা। আর যদি এটি শিক্ষা সম্বন্ধীয় হয় তবে তাকে আমরা শিক্ষা পরিকল্পনা বলব।

শিক্ষা পরিকল্পনার ধারাবাহিক ধাপসমূহ

শিক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনা ও সাধারণ পরিকল্পনার মত কতকগুলো ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সম্পন্ন করতে হয়। শিক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনার এই ধারাবাহিক ধাপগুলো হল:

১। উদ্দেশ্য
২। প্রয়োজনীয়তা
৩। নীতি
৪। কৌশল
৫। কর্মসূচি
৬। বাস্তবায়ন পদ্ধতি
৭। পরীক্ষণ
৮। মূল্যায়ন ইত্যাদি।

মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা পরিকল্পনার গুরুত্ব

শিক্ষা পরিকল্পনার গুরুত্ব

শিক্ষা বিষয়ক সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতিরেকে শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভবপর নয়। দেশের আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হল সীমিত সম্পদকে ব্যবহার করে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে জনগণের অভাব দূরীকরণের জন্য সমাজের চর্তুমুখী উন্নয়ন সাধন, সংরক্ষণ এবং তা নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে বৃদ্ধি করা। শিক্ষা সমাজের সাধারণ মানুষকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে রূপান্তর করে থাকে। কোন দেশের সামাজিক ও আর্থিক অগ্রযাত্রা সূচিত করার জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা একান্ত দরকার। কারণ শিক্ষা পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত থাকে কতজনকে কোন স্তর পর্যন্ত, কত সময়ে এবং কত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হবে। সে সঙ্গে পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে দেশে বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিশুর সংখ্যা কতজন, আর কতজন বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে তৎজন্য কি পরিমাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরকার, পরবর্তীতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিক্ষক ও অন্যান্য সুবিধার যোগান, শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা পরিকল্পনার গুরুত্ব রয়েছে। পরিশেষে বলা যায় একটি দেশের প্রধান সম্পদ হচ্ছে সে দেশের

জনগণ। এই জনগণকে জাতীয় উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে গড়ে তুলে কর্মে নিয়োজিত করার মধ্য শিক্ষা পরিকল্পনার গুরুত্ব নিহিত। এই আলোচনা থেকে সহজেই অনুভব করা যায় মানব সম্পদ গঠনে শিক্ষা পরিকল্পনার গুরুত্ব কত সুদূরপ্রসারি।

শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

(ক) ঠিক সময়ে, ঠিক কাজটি, পরিমিত অর্থ ব্যয়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(খ) শিক্ষা কর্মসূচি নির্ভুলভাবে নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত অর্থ ব্যয় করে তা জনকল্যাণে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা পরিকল্পনার।

(গ) শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অপচয় রোধে শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজন।

(ঘ) মূলত শিক্ষা পরিকল্পনা নীতিনির্ধারক, প্রশাসক ও শিক্ষাবিদগণকে শিক্ষার নানা দিক সম্পর্কে চিন্তা করতে, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুনির্দিষ্ট করতে, সময়ে ও সমাজের চাহিদা মাফিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে সহায়তা ও সুযোগ প্রদান করে থাকে।

(ঙ) শিক্ষা ব্যবস্থা সচল, নিয়ন্ত্রণ, দীর্ঘমেয়াদী ফল লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যোগান অব্যাহত রাখার জন্য যে উদ্যোগের দরকার তার জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা অত্যন্ত কার্যকর।

(চ) অতীতের প্রতিবন্ধকতা, বর্তমানে অবস্থার স্থবিরতা, এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা কিভাবে নিরূপণ করতে হয় তার জন্য শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের নীতিমালা

শিক্ষা পরিকল্পনার প্রণয়নের নীতিমালা

প্রতিটি কাজ সুষ্ঠু ও ধারাবাহিককভাবে সম্পন্ন করতে হলে কতগুলো বিধিবদ্ধ নিয়ম ও শৃংখলা মেনে চলতে হয়। এর ব্যতিক্রম হলে নানা ধরনের সমস্যা ও ঘাটতি দেখা দেয়। শিক্ষা পরিকল্পনার অঙ্গীকার, অর্থ ব্যয়ে জবাবদিহিতা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কর্মসম্পাদন পন্থা ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট করার জন্য নীতিমালার দরকার। নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নীতি উপস্থাপিত হল:

১. বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কয়টি কোন জেলায় এবং বিভাগে রয়েছে এবং কত সংখ্যক জনগণের শিক্ষা চাহিদা পূরণ করতে পারছে এবং কোন এলাকায় কতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরকার তার নিরিখে চাহিদা নিরূপণ।

২. বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কত সংখ্যক জনবল, ভৌত অবকাঠামো ও অপরাপর সুযোগসুবিধার দরকার তার একটি নির্দিষ্ট মান স্থির করে তার বিপরীতে কি কি আছে আর কি কি দরকার তা নির্ধারণকরণ।

৩. বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে গৃহীত পরিকল্পনা নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

৪. শিক্ষানীতির আলোকে মাদ্রাসা, কারিগরি, সাধারণ এবং উচ্চ শিক্ষা খাতের গুরুত্ব এবং চাহিদা নির্ধারণ করে উন্নয়ন খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ প্রতিখাতে বণ্টনের হার নির্ধারণকরণ।

৫. রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিতকরণ। রাজস্ব খাতের অর্থব্যয়ের সুষ্ঠুনীতি প্রণয়ন ও তা কঠোরভাবে অনুসরণকরণ।

৬. অর্থ ব্যয়ের প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছ জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

৭. উচ্চ পর্যায়ে কমিটি গঠনপূর্বক নির্ধারিত নীতির নিরিখে সব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং শিক্ষার গুণগত মান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নিশ্চিত করবে।
৮. স্থানীয় সরকারের প্রাপ্ত করের একটি অংশ শিক্ষা খাতে অর্থায়নের ব্যবস্থাকরণ।
৯. একটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তার ব্যবস্থাকরণ।
১০. শিক্ষায় বেসরকারি খাতে বিনিয়োগকৃত অর্থ করমুক্ত করার জন্য উৎসাহিতকরণ ও অর্থ সংগ্রহকরণের জন্য সেল গঠন।
১১. ডবল শিফট প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত সুবিধার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের সুযোগ সম্প্রসারণকরণ।

উপরোক্ত দিকগুলো সক্রিয় বিবেচনায় এনে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি

শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় অন্যান্য উন্নয়ন খাতের পরিকল্পনার মতই কতকগুলো ধারাবাহিক প্রণালী অনুসরণ করতে হয়। এর প্রধান ধাপগুলো হল:

পরিকল্পনার প্রণয়ন পদ্ধতির ধাপসমূহ

১. শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে কোন কোন সম্ভাব্য উৎস হতে সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় তা যাচাইকরণের ব্যবস্থা করা।
২. শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে কি কি লক্ষ্য হাসিল করতে হবে তা অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা যাতে কোন প্রকার দ্ব্যর্থবোধক ধারণার সুযোগ না থাকে। শিক্ষা পরিকল্পনার প্রধান প্রধান বিশ্বজনীন লক্ষ্য হল: (ক) সম্পদের (বস্তুগত ও মানবীয়) সর্বোচ্চ/সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। (খ) পরিকল্পনায় উল্লেখিত শিক্ষা কার্যক্রমের বিশেষ করে গুণগত মান সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম কঠোরভাবে পালন করা। (গ) পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের সকল ধরনের যোগান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে তা সম্পন্ন করা (ঘ) পরিকল্পনার অগ্রগতির স্থবিরতা, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি দূরীকরণের জন্য মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা।
৩. পরিকল্পনা সুষ্ঠু, নির্ভূল ও বাস্তবায়ন উপযোগীকরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল উৎস থেকে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ এবং উপযুক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণে বিশ্লেষণ করা।
৪. পরিকল্পনার আওতাভুক্ত কার্যক্রম ও টার্গেট অর্জনের জন্য কোন কোন কলা-কৌশল অনুসরণ করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করা এবং এর সর্বোত্তম কৌশলটি গ্রহণ করা।
৫. পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য একাধিক ছোট ছোট কার্যক্রম, এবং বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মকর্তাকে নিয়োজিত থাকতে হয় এবং যাতে নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত কাজটি সকলের প্রচেষ্টায় সম্পন্ন করা সম্ভব সে কারণে প্রত্যেক দপ্তরের কাজ সম্পন্নকরণের জন্য একটি ধারাবাহিক সময় পঞ্জিকা প্রণয়ন করা এবং তা কঠোরভাবে অনুসরণ করা।
৬. শিক্ষা পরিকল্পনায় কোন নবতর দিক সংযোজনের প্রয়োজন হলে বা কোন কার্যক্রম বাস্তব প্রেক্ষাপটে ও সময়ের নিরিখে অপ্রয়োজন হলে কার্যক্রমবাদ/অন্তর্ভুক্তির জন্য পরিকল্পনা রিভাইজ করা।
৭. পরিকল্পনার মেয়াদ সমাপ্তির পর তার জনবল ও সম্পদের দায়-দায়িত্ব-কে নেবেন তা সুষ্ঠুভাবে হস্তান্তরে প্রক্রিয়া সমতাভিত্তিক নির্ধারণ ও নিষ্পন্নকরণ।

শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসকবৃন্দের প্রশিক্ষণ

(ক) শিক্ষা পরিকল্পনাবিদগণের প্রশিক্ষণ

উপরে বর্ণিত শিক্ষা পরিকল্পনার বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে প্রশিক্ষণের জন্য স্থায়ী কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে এখনও নেই, তবে পরিকল্পনা শীর্ষক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু শিক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে এর কার্যক্রম তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। সে কারণে উপরে বর্ণিত দিক সম্পর্কে বিশদভাবে প্রশিক্ষণের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত হয়। বর্তমানে যে সব কর্মকর্তা শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব রয়েছেন তাঁদের মধ্যে অতি নগণ্য সংখ্যক শিক্ষা পরিকল্পনা বিষয়ে স্বল্প মেয়াদের প্রশিক্ষণ রয়েছে। তাই অনেক সময় জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা যে গুণগতধর্মী তা সঠিকভাবে পরিকল্পনায় প্রতিফলন ঘটাতে পারে না। এতদবিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আমাদের দেশের জন্য অপরিহার্য। দেশের প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষা পরিকল্পনাবিদগণের জন্য টেইলার মেইড কোর্সের আয়োজন করে তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় করতে পারে।

(খ) শিক্ষা প্রশাসকগণের প্রশিক্ষণ

দেশে শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য প্রশাসকের অভাবও রয়েছে। বর্তমানে শিক্ষা বিভাগের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য কোনো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। শিক্ষকদের দ্বারা সাধারণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রের পদগুলি পূরণ করা হয়। এই শিক্ষকদের সাধারণ প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। এমনকি শিক্ষা প্রশাসন বিভাগের নিচের স্তরে সরাসরিভাবে নিয়োগপ্রাপ্তদের পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। এর ফলে শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় যতটা কার্যকর পন্থা গ্রহণ করা উচিত ততটা কার্যকর পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

শিক্ষা প্রশাসনে প্রশিক্ষণ দান সম্পর্কে ১৯৮৮ সালের বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বক্তব্য এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

''শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক পদে নিয়োজিত করার পূর্বে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। বস্তুতপক্ষে শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক পদে নিয়োগের অব্যবহিত পরে এবং পদোন্নতির পূর্বে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের নিয়ম করে সুষ্ঠু শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার অন্যতম পূর্বশর্ত।

যাঁরা অল্প বয়সে নিয়োগ লাভ করবেন তাঁদের বেলায় কমপক্ষে ৬ মাসের জন্য স্কুল ও কলেজ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি থাকবে। এরপর আরো ৬ মাসের জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ করার কর্মসূচি থাকবে। উল্লেখিত সময়ে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলি এবং তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নবীন কর্মকর্তাদের মধ্যে বাস্তব জ্ঞানের সঞ্চার করতে হবে। যাঁদের অধিক বয়সে প্রশাসনিক পদে নিয়োজিত করা হবে, বিভাগীয় কার্যধারা ও নীতির সঙ্গে তাঁদের পরিচিতির এবং শিক্ষা সংক্রান্ত স্বীয় বিশিষ্ট জ্ঞানের উৎকর্ষ বিধানের উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে কর্মরত ব্যক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধি অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয়। চাকুরিরত ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক, পরিদর্শক, বিশেষজ্ঞ এবং বিভাগীয় শাসন পরিচালনা ব্যবস্থায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রশাসনিক ও পেশাগত দক্ষতার উৎকর্ষ বিধানকল্পে বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ কর্মসূচিতে তাঁদের কাজের গুণাগুণ নির্ণয় করা হবে। বস্তুত কৃতিত্ব সহকারে পূর্ণ প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত না করলে এবং উচ্চতর পদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত, প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত গুণাবলির অধিকারী নয় বলে বিবেচিত হলে কোনো ব্যক্তিকে উচ্চতর পদে নিয়োগ করা উচিত হবে না।"

বর্তমানে এসব প্রশিক্ষণ লাভের ব্যবস্থা সীমিত বিধায় অনতিবিলম্বে এর সুযোগ সম্প্রসারণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে সাভারস্থ জাতীয় গণপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শিক্ষা বিভাগের ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের বিপুল সংখ্যক প্রয়োজনীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্ষম হচ্ছে না। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে তা আরো শক্তিশালী ও সম্প্রসারিতকরণ প্রয়োজন। এ জন্য এই প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞদের নিয়োগদানসহ এর বৈষয়িক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। এ ব্যবস্থা গ্রহণের পর নায়েমের শিক্ষা কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সকল চাকুরি-পূর্ব ও চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ প্রদানের সামগ্রিক দায়িত্ব প্রদান সম্ভব হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষা পরিকল্পনার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

২. শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপগুলো কি?

৩. মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা পরিকল্পনার প্রধান গুরুত্ব কি কি?

৪. শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

৫. পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রধান ৫টি নীতিমালা চয়ন করুন।

৬. শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতির একটি প্রবাহ চিত্র অংকন করুন।

৭. দেশের শিক্ষা পরিকল্পনাবিদগণের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা কিরূপ?

৮. শিক্ষা প্রশাসকবৃন্দের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন?

৯. শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ ও প্রশাসকবৃন্দের জন্য একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের রূপরেখা অঙ্কন করুন।

আ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনাবিদগণের কোন কোন দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা দরকার তার একটি পরিকল্পনা দিন।